দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

সিলেট জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে ফের সন্ত্রাসী আর বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দ!

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস ॥ সন্ত্রাস-রাহাজানির কারণে ছাত্রদল সিলেট জেলা কমিটি বিলুপ্তির প্রায় দেড় মাস পর গত ৬ অক্টোবর নতুন কমিটি গঠন করা হলেও কমিটি সন্ত্রাসমুক্ত হয়নি। এ নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাসীদের অনেকেই নতুন কমিটিতে স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলার আসামী রয়েছে। খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, জমি দখলসহ নানা অপরাধকর্মের সাথে জড়িত থেকে দলের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার কারণে যাদেরকে কয়েক মাস পূর্বে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাদের অনেকেই আবার নতুন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সন্ত্রাসী, বহিষ্কৃতদের নতুন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি ও নিজেরা কমিটিতে স্থান না পাওয়ায় অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ৬ অক্টোবর নতুন কমিটি ঘোষণার পর পরই অসন্তোষ দেখা দেয়। ৭ অক্টোবর বিদ্রোহী নেতা-কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে। এ নিয়ে দলের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেয়। বিষয়টি সামাল দিতে বিএনপির নেতৃবৃন্দরাও এগিয়ে আসেন। সিনিয়র নেতাদের হস্তক্ষেপে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়। শেষ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলন বাতিল হয়ে যায়। নবগঠিত জেলা ও মহানগর আহ্বায়ক কমিটি এখন তোপের মুখে। একাধিক ভাগে বিভক্ত ছাত্রদলের কোন্দল মিটিয়ে নতুন কমিটি গঠন করতে গিয়ে সেটাও হয়নি। নতুন জেলা আহ্বায়ক কমিটির কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে অপর পক্ষ। কেন্দ্র থেকে জেলা ও মহানগর আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইমরান আহমদ চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ৫২ সদস্যবিশিষ্ট জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। জিয়াউল গনি আরেফিন জিল্লুরকে আহ্বায়ক করে ৪১ সদস্যবিশিষ্ট মহানগর কমিটি গঠন করা হয়।

কোন্দল, ক্ষোভ বাড়ছে

ছাত্রদল কর্মীদের সন্ত্রাস ও নানা অপরাধকর্মের কারণে দলের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে দেখে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান নিজেই বিব্রতবোধ করেন। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে আগস্ট ২০০২ পর্যন্ত কয়েক দফায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ক্ষমতায় যাওয়ার পর গত ১০ অক্টোবর ২০০১ সালে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। জেলা ছাত্রদলের কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করার পরও অনেক নেতা-কর্মী দলের নাম ব্যবহার করে বক্তৃতা-বিবৃতি অব্যাহত রাখে। এই পরিস্থিতিতে গত ২৫ আগস্ট ছাত্রদল সিলেট জেলা কমিটি বাতিল করে দেয়া হয়। কমিটি বাতিল করে দেয়ার পর একাধিক ভাগে বিভক্ত দলের নেতাকর্মীদের একত্রিত করে সন্ত্রাসী অপরাধীদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত ১০ বছরের মধ্যে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ছিনতাই রাহাজানি ছাড়াও খুন, জমি দখলসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে।